

৬১.ব্রাহ্মণের মুখে কালিমার বুলি: দোহা চুক্তি নয়, কুরআন সুন্নাহ মতে কথা বলুন

সংবাদটা পড়ে না হেসে পারলাম না। কাতারে বেশ কিছু দিন যাবত আন্তঃআফগান আলোচনা চলছে, যেটা হয়তো আপনারা সকলে জানেন। আমেরিকার গোলাম মুরতাদ আশরাফ গণির প্রতিনিধিরা না'কি ইদানিং মিডিয়াতে সুর তুলছে, দোহা চুক্তি নয়, তালেবানরা আমাদের সাথে কুরআন সুন্নাহ মতে কথা বলুক।

কত সুন্দর প্রস্তাব: 'কুরআন সুন্নাহ মতে কথা বলুক।' চোরের মুখে ধর্মের বুলি।

যারা উনিশ বছর যাবত ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে, কুফরের পক্ষে দালালী করে আসছে, তারা আজ হঠাৎ এত বড় সুফি কিভাবে হয়ে গেল? কেন আজ দাদাবাবুর মাথায় টুপি?

কারণ, তারা যে আজ বড় বিপাকে। চোখে যে শুধু সর্ষে ফুল।
পায়ের নিচে যে নেই মাটি।

আন্তর্জাতিক আগ্রাসন থেকে আজাদির জন্য তালেবানরা
আমেরিকার সাথে গত উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি দোহায় এক
ঐতিহাসিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। তালেবানদের ভাষায়:

جس کا ہر لفظ اسلام کے مقدس دین کے مطابق ہے اور جس
کا منبع قرآن و حدیث ہے، اور جو غیر ملکی قبضے کو ختم
کرتا ہے۔

“যে চুক্তির প্রতিটি শব্দ পবিত্র ধর্ম ইসলাম সমর্থিত। যার উৎস
কুরআন ও হাদিস এবং যার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের
পরিসমাপ্তি ঘটছে।” - <http://alemarahurdu.net/?p=40141>

এ দোহা চুক্তির একটি ধারা ছিল, অচিরেই আফগানরা নিজেরা
আলোচনায় বসে আন্তঃআফগান সমস্যার সমধান করবে। সে
হিসেবে তালেবানরা আফগানিস্তানের বড় বড় নেতৃবৃন্দ, যাদের
উপর আফগান জনগণের আস্থা আছে, তাদের নিয়ে দোহায়
আলোচনায় বসেছে। সে আলোচনায় একটা পক্ষ হিসেবে

কাবুল সরকারের প্রতিনিধিরাও আছে।

যেহেতু এ আলোচনা মূলত আমেরিকার সাথে কৃত দোহা চুক্তিরই অংশ, তাই দোহা চুক্তিকে সামনে রেখেই আলোচনা সামনে আগানো হচ্ছে। কিন্তু আশরাফ গণিরা যখন দেখছে, দোহা চুক্তি অনুযায়ী প্রভু আমেরিকারা আফগান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য, তাদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। আমেরিকা চলে গেলে তো তাদের ভরসার কেউ থাকবে না। সামনে নির্ঘাত মৃত্যু। গত উনিশ বছরের হিসাব নিকাশ জাতি পাই পাই করে বুঝে নেবে।

এই ফাঁটা বাশের চিপায় পড়ে এখন শোরগোল উঠাচ্ছে: কিসের দোহা চুক্তি! দোহা চুক্তি বাদ দিন। কুরআন সুন্নাহ মতে কথা বলুন।

কথায় আছে, বিড়াল কি আর কম ঠেলায় গাছে উঠে!!

امارت اسلامیہ قرآن و سنت کو ایک نعرہ نہیں بلکہ اس پر
عمل درآمد چاہتی ہے

Date: 2020-10-12

آج کی بات

حال ہی میں کابل کی بکھری ہوئی شرمندہ انتظامیہ کے
کارکنوں نے میڈیا میں ہلچل مچا دی ہے، جس میں انہوں
نے طالبان سے قرآن اور سنت کی روشنی میں ان سے بات
چیت شروع کرنے کی تجویز دی ہے، دوحہ معاہدے کے
تحت نہیں۔

کابل انتظامیہ کے اسلام دشمن اور افغان دشمن حکام قرآن و
سنت پر اس وجہ سے اصرار نہیں کرتے ہیں کہ وہ واقعی
بھی الہی احکامات اور نبوی ہدایات سے دلی محبت کرتے
ہیں، بلکہ یہ دوحہ معاہدے کو خراب اور اس کی اہمیت کو
کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ہر لفظ اسلام کے
مقدس دین کے مطابق ہے اور جس کا منبع قرآن و حدیث
ہے، اور جو غیر ملکی قبضے کو ختم کرتا ہے۔ اور
جرحیت کی کھوکھ سے جنم لینے والی کریپٹ اور بدعنوان
حکومت کو مزید کچھ دن مہلت ملے۔
اگر اسلام، قرآن و حدیث اشرف غنی اور ان کے حکام کے

لئے اتنے اہم ہوتے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک حقیقی اسلامی نظام نافذ کرتے، شرعی حدود اور الہی احکامات کو عملی جامہ پہناتے، ریاستی اداروں اور محکموں کو بدعنوانی سے پاک کرتے، اس وقت افغان عوام اس بات کو تسلیم کر لیتے کہ وہ قرآن اور سنت کو نہ صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پر بھی اس کا نفاذ چاہتے ہیں۔

!! لیکن ایسا نہیں ہے

کیونکہ اشرف غنی خود ہی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہ نیویارک، واشنگٹن اور یورپ کے مفادات کے لئے قربانیاں دے رہے ہیں۔

کابل انتظامیہ کے حکام نے پہلے بھی قابض افواج کے انخلا کی مخالفت کی تھی اور اب بھی کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکی اور نیٹو فورسز کو افغانستان سے نہ نکلیں۔

یہی واحد وجہ ہے کہ امارت اسلامیہ دوحہ معاہدے پر اصرار کرتی ہے، کیونکہ اس میں افغانستان کے جاری بحران کی دو بڑی جہتیں ہیں، ایک بیرونی اور دوسری داخلی، جن کو حل کرنے کے مناسب طریقے کی نشاندہی کی گئی ہے اور جس طرح بیرونی جہت کو معقول انداز سے حل کر دیا، اسی طرح ملکی جہت جو بین الافغان مذاکرات ہیں، کو باوقار اور معقول طریقے سے حل کیا جائے گا۔

لہذا اگر امارت اسلامیہ دوحہ معاہدے کے علاوہ کوئی اور جگہ یا فریم ورک قبول کرتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امارت اسلامیہ "غیر ملکی قبضہ کاروں" کے ساتھ

طے پانے والے معاہدے سے دستبردار ہو رہی ہے اور یہ اقدام بلا شبہ افغانستان کے مسائل حل کرنے کے بجائے مزید مشکلات اور رکاوٹیں پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اور افغان عوام کی تاریخی فتح کو صدمہ پہنچاتا ہے۔ امارت اسلامیہ نے تمام افغان جماعتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بین الافغان مذاکرات کا یہ سنہری موقع ضائع نہ کریں، دوحہ معاہدے کو کمزور کرنے اور رکاوٹ بنانے کے بجائے اس کو مزید مضبوط بنائیں۔